মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬' বরং আরো বেশি বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে ফেলবে। অবিলম্বে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করুন।

'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৬'-এর খসড়া গত ২৪ নভেম্বর মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে তাতে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছরই থাকছে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে 'সর্বোত্তম স্বার্থে' আদালতের নির্দেশে এবং মা-বাবার সম্মতিতে যেকোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে হতে পারবে বলে উল্লেখ রয়েছে। আইন চূড়ান্ত হওয়ার পর এ বিষয়ে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় বিধি তৈরি করবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ১৮-এর নিচে কত বছর বয়সে বিয়ে হতে পারে, আইনে তা নির্দিষ্ট করে বলা নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ-সংক্রান্ত অধ্যাদেশটি পুনর্বিন্যাস ও বাংলায় রূপান্তর করে ওই আইনে বিভিন্ন অপরাধের আওতা ও সাজার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

জেন্ডার বিশেষজ্ঞ নারী নেত্রী এবং মানবাধিকার কর্মীরা ইতিমধ্যে আইনে বিশেষ বিধান রাখার সমালোচনা করে এর অপব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা মনে করেন, আইনের ফাঁক গলে বাল্যবিবাহ বৈধতা পেতে পারে। যদিও সরকারের পক্ষ থেকে এই আশঙ্কাকে অমূলক বলা হয়েছে। তারা মনে করছেন, আইনের বিশেষ ধারাটির অপব্যবহার হবে। আদালত ও বাবা-মায়ের সম্মতির কথা বলা থাকলেও আমাদের দেশে যাঁরা মেয়ের বাল্যবিবাহ দেন, তাঁদের মধ্যে কতজনের আদালত পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা আছে? আইনের নজরদারিই বা কতটুকু হয়? আইনের ফাঁকফোকর ঠিকই বের হবে।

এই বিশেষ ক্ষেত্রে বিয়ের প্রসঙ্গটি ১৯ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি একটি জাতীয় দৈনিকে সাক্ষাৎকারে বলেন, যেকোনো অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটতেই পারে। কোনো ঘটনা ঘটলে আদালত ও বাবা-মায়ের সম্মতি থাকলে তবেই বিয়ে হতে পারে। তিনি বলেন, বাল্যবিবাহ বন্ধ করলেও কিশোর-কিশোরীদের প্রেম বন্ধ হয়ে যাবে, এমনটি নয়। কোনো কিশোরী পরিস্থিতির শিকার হয়ে গর্ভবতী হলে তখন তার ভবিষ্যৎ কী হবে? অভিভাবকহীন কিশোরীর থাকার জায়গা না থাকলে ১৮ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা না করে মঙ্গলজনক মনে হলে বিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রগুলো আইনের বিধিতে সুনির্দিষ্ট করা থাকবে বলে জানান তিনি।

সত্যিই মাননীয় মন্ত্রী মোক্ষম যুক্তিই দিয়েছেন বিয়ের আগে গর্ভবতী হয়ে যাওয়া মেয়েটি কোথায় যাবে। বরং বিয়ে দিয়ে দিলেই মেয়েটির সামাজিক এবং আইনী উভয় স্বীকৃতি হয়ে গেল। এবার ধরা যাক কিশোরী মেয়েটি প্রেম করেনি, ধর্ষনের শিকার এবং গর্ভবতী। তারজন্য তো তাহলে একই ব্যবস্থা। ধর্ষকের সাথে বিয়ে দিয়ে আইনগত বৈধতা দেওয়া। এছাড়া যদি অভিভাবক মনে করেন, মেয়ে বড় হয়ে গেছে, তার যথেষ্ঠ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না, বিয়ে দিয়ে দেওয়াই উত্তম। অথবা যদি ধরে নেই, কোনো কিশোরীকে কোনো পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ফুসলে নিয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে ওই লোকটির সুবিধা করে দিবে এই বিশেষ ছাড়।

'কিশোর-কিশোরীরা পালিয়ে বিয়ে করছে বলে আইনে তাদের জন্য ছাড় রাখা দরকার' নীতিনির্ধারকদের কি চমৎকার যুক্তি। কিন্তু বাস্তবতা হল, কিশোর বয়সে পালিয়ে বিয়ে করায় কোনোভাবেই উৎসাহ দেওয়া উচিত নয়। বরং সেটি প্রতিরোধের চেষ্টা করা উচিত। যেখানে এখনও ন্যূনতম বিয়ের বয়স ১৮ রেখে বাল্যবিবাহ ঠেকানো যাচ্ছে না, ভুয়া জন্মনিবন্ধন সার্টিফিকেট, মাস্তানের দৌরাত্ম্য এবং রাজনৈতিক প্রভাব দেখিয়ে প্রতিদিন শতশত কিশোরী বাল্যবিবাহের মুখে পড়ছে সেখানে এই ধরনের আইনী বৈধতা তাদেরকে অরো বেশি উৎসাহিত করে তুলবে।

আবার বলা হয়েছে, বাবা-মা যদি ভালো মনে করেন তাহলে শিশু মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন। এদেশের অশিক্ষিত ও অসচেতন অনেক পিতা-মাতা ভালো মনে করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতে পারেন পাঁচ বছর বয়সেও। প্রলোভনে পড়েও অনেক বাবা-মা শিশু মেয়েকে তার লেখাপড়া মাঝপথে বন্ধ করে বিয়ে দিয়ে দিতে পারেন। রাষ্ট্রও যদি সেটি সমর্থন করে তাহলে মেয়েটির পাশে দাঁড়াবার আর কেউ থাকবে না!

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি জেনেভায় জাতিসংঘের সিডও কমিটিও সমাপনী মন্তব্যে বাংলাদেশ সরকারকে আইনের 'বিশেষ ধারা' বাতিলের কথা বলেছে। বিশেষ ধারা রেখে আইন হলে আইনের অপব্যবহার হবে। তখন অনেকে রেজিস্ট্রি ছাড়াই বিয়ের আয়োজন করে পরে বিয়ে রেজিস্ট্রি করবে।

১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ আইনে যেখানে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৬ করা হয়েছিল সেখানে ২০১৬ সালে পৌঁছে আমাদের বিশেষ ক্ষেত্রের কথা শুনতে হচ্ছে, বলতে হচ্ছে। ১৩ বছর বয়সেও কন্যাশিশু গর্ভধারণ করতে পারে। তাহলে কি নতুন আইনে ১৩ বছরের মেয়ের বিয়েও বৈধ হবে? ১৮ বছর বয়সের আগে একটি মেয়ের শারীরিক গঠন পূর্ণতা পায় না। ১৮ বা ২০ বছর বয়সের আগে সন্তান জন্ম দিলে সে সন্তানও হয় অপুষ্টি কিংবা অন্যান্য শারীরিক জটিলতার শিকার। এটি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যবিদদের কথা।

স্বাস্থ্যগত প্রসঙ্গ বাদ দিলেও একটি মেয়ের লেখাপড়া যে বিয়ের পরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসমাপ্ত রয়ে যায়। স্কুলপড়ুয়া একটি মেয়েকে বিয়ে

সচিবালয়ঃ কোস্ট ট্রাস্ট ঠিকানা-বাড়ী-১৩,মেট্রোমেলডি,রোড-২,শ্যামলী,ঢাকা-১২০৭, **ফোন +৮৮ ০২ ৮১২৫১৮১,**
+৮৮ ০২ ৯১১৮৪৩৫, ফ্যাক্স +৮৮ ০২ ৯১২৯৩৯৫ ইমেইল: info@coastbd.net ওয়েব. **www.coastbd.net**

দিয়ে তাকে সংসার ও সন্তান পালনের দায়িত্বে আটকে দিলে তার উচ্চশিক্ষা গ্রহণ বা পেশাগত জীবনে প্রবেশ কি আর সম্ভব?

এছাড়া বাংলাদেশে অপুষ্টির একটি প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ। আর নারীর উচ্চশিক্ষার পথ রোধের প্রধান হাতিয়ারও এটি। একজন শারীকিক ও মানসিকভাবে অপূর্ণাঙ্গ/অপরিণত মায়ের পক্ষে একজন সুস্থ শিশুর জন্ম দেয় সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, এরফলে মাতৃমৃত্যুর হার বৃদ্ধি, অধিক সন্তান জন্মদানের প্রবণতা, অপুষ্ট শিশু, শিশুমৃত্যু প্রভৃতি বুদ্ধি পাবে।

১৮ বছর বয়সের আগে মেয়ে শিশুদের বিয়ের সুযোগ রাখা একটি আত্মধ্বংসী আইন বলে আমরা মনে করছি। এত গুরুতরএকটি বিষয়ে কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া বা বৈধতা দেওযা চলবে না। ১৮ মানে ১৮কেই ন্যূনতম বয়স নির্দিষ্ট করতে হবে এবং যেকোন ধরনের 'যদি, তবে, বিশেষ ক্ষেত্র' ইত্যাদি শব্দসমূহ বাদ দিয়ে। শুধু তাই নয়, আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার প্রয়োজনী সকল ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। আজকের শিশু যদি হয় আগামী দিনের ভবিষ্যত তবে এই শিশুদের সুস্থ, সুন্দর, স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য অনুকূল পরিবেশ, বলা ভালো নিরাপদ পরিবেশ তৈরির করার দায় আমাদের সকলের। সেখানে এই ধরনের আত্মঘাতীমূলক আইন কোনভাবেই কাম্য নয়।

আমাদের দাবীসমূহ:

- 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬, খসড়া কিশোরীদের আরো বেশি বাল্যবিবাহের মুখে ফেলবে। অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সংশোধন করুন।
- কোন ধরনের 'বিশেষ ক্ষেত্র' ছাড়া ন্যূনতম ১৮ বছর বিয়ের বয়স নির্ধারণ করুন।
- ভুয়া জন্ম নিবন্ধন প্রদান বন্ধ করতে হবে।
- বাল্যবিবাহে সহযোগিতাকারী স্থানীয় প্রভাবশালীদের হাত থেকে কিশোরীদের রক্ষা করতে হবে।
- অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে কিশোরীদের লেখাপড়া মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া যাবে না।
- সুস্থ মা সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে পারে, তাই ১৮ এর আগে বিয়ে নয়।
- শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাস করতে চাইলে ১৮ আগে বিয়ে নয় ২০ এর আগে সন্তান নয়।
- অধিক সন্তান জন্মদানে উৎসাহী করবে এমন আইন চাই না।
- আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

যোগাযোগ:

১. মুজিবুল হক মুনির, মোবাইল: ০১৭১৩ ৩৬৭৪৩৮, ইমেইল: munir.coastbd@gmail.com
২. ফেরদৌস আরা রুমি, মোবাইল: ০১৭১৩ ৩২৮৮১০, ইমেইল: rumee.coast@gmail.com

সচেতন নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার কর্মীদের পক্ষে